

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

C/o George W. Hale

৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ

চিকাগো, ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

এ দেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু হরিদাস ভাই-এর^১ পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghose^২ এবং তোমরা যে হরিদাস ভাই-এর যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

এ দেশে আমার কোন অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এ দেশে যেমন গরম তেমনি শীত। গরমি কলিকাতা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই! বরফ তো ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ দাগ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয় -- জিরোর উপর, ইংলন্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নিচে ৪০।৫০ তক নেবে জান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আলকোহল থারমোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠান্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রিরও নিচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল -- বরফ পড়া একটা বড় ঠান্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠান্ডায় এক রকম নেশা হয়। গাড়ি চলে না, শ্লেজ চক্রহীন -- ঘসড়ে যায়। সব জমে কাঠ -- নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতি চলে যেতে পারে! নায়াগারার প্রচল্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্বার জমে পাথর!!! আমি কিন্তু বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয়ে হয়েছিল, তারপর গরজের দায়ে একদিন রেলের করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লেকচার করে বেড়াচ্ছি। গাড়ী ঘরের মতো, steam pipe (নলবাহিত বাষ্প) - যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপধপে সাদা, সে অপূর্ব শোভা!

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশিকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাইরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরতে না বেরতেই দাড়িতে জমে যাচ্ছেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ির ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ির ভেতর গরম কিনা তাই। প্রত্যক ঘরে, সিঁড়িতে steam pipe গরম রাখছে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে এরা অদ্বিতীয়, পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলির রোজ ৬ টাকা, চাকরের তাই, ৩ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরট নাই। ২৪ টাকায় মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০ টাকায় একটা পোশাক। যেমন রোজগার, তেমনই খরচ। একটা লেকচার ২০০। ৩০০। ৫০০। ২০০০। ৩০০০ পর্যন্ত। আমি ৫০০ টাকা^৩ পর্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য -- আমার এখানে এখন

^১ হরিদাস বিহারীদাস দেশাই

^২ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

^৩ বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতা পর স্বামীজী একটি Lecture Bureau-র [বক্তৃতা কোম্পানি] সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই কোম্পানি ভাল ভাল বক্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকে এবং বক্তৃতার

পোয়াবারো। এরা আমায় ভালোবাসে, হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো সুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো তখন মজুমদার ভায়ার মনে আঙুন জ্বলল! ...দাদা, আমি দেখেগুনে অবাক! বল বাবা, আমি কি তোর অল্পে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট এ দেশে। তবে আমার মতো তোমাদের হল না, তা আমার কি দোষ? ...আর মজুমদার পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, ‘ও কেউ নয়, ঠক জোচর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে -- আমি ফকির’ ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিল। ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কয়ে না। তাদের পুস্তকে প্যাম্ফলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা; কিন্তু গুরু সহায় বাবা! মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে -- মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাদ্রীর কি কর্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে ‘আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপূজা করি না’ -- এ সব আর চলে না -- পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, এরা চায় ফিলসফি, learning (বিদ্যা), ফাঁকা গল্পি আর চলে না।

ধর্মপাল ছোকরা বেশ, ...ভাল মানুষ। তার এ দেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল। দাদা, মজুমদারকে দেখে আমার আক্কেল এসে গেল। বুঝতে পারলুম, ‘যে নিঘন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে’^৪ -- ভতূহরি।

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হাম্বড়া, আর কেউ বড় হবে না।

এ দেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী -- মেয়েরাই এ দেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। ‘যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু’ (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এ দেশে, আর ‘পাপাত্নানাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ’ (পাপাত্নাণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝা হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুডুম। ‘ত্বং শ্রীশ্চমীশুরী ত্বং হ্রীঃ’ ইত্যাদি -- (তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিণী)। ‘যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা’ (যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এ দেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা!!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, ‘যত্র নার্যন্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ’ (যেখানে স্ত্রী লোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন) -- বুড়ো মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ, আকাশ পাতাল ভেদ!! ‘যাথা তথ্যতোহর্থাৎ ব্যদধাৎ’ (যথোপযুক্তভাবে কর্মফল বিধান করেন)।^৫ প্রভু কি গল্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, ত্বং স্ত্রী ত্বং পূমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী’ ইত্যাদি -- (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)।^৬ আর আমরা বলছি -- ‘দূরমপসর রে চন্ডাল’ (ওরে চন্ডাল, দূরে সরিয়া যা), ‘কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী’ ইত্যাদি (কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে?)। ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি,

সমুদয় বন্দোবস্ত করে। টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায়, তাহার কতকাংশ ঐ বক্তাকে দিয়া থাকে। এই সময়ে অনেকে স্বামীজীকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পয়সা না লইলে তথায় কেহ বক্তৃতা শুনে না। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখিলেন, ইহাতে স্বাধীনভাবে কার্য করা অসম্ভব, তখন ইহাদের সহিত সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতালঙ্ক অর্থের অধিকাংশ ভারতের নানা সৎকার্যে দান করিয়া বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

^৪ যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক, তাহা বলিতে পারি না।

^৫ ঈশ উপ.

^৬ শ্বেতাশ্বতর উপ.

উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম! যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের ‘ছুঁমার্গ’, খালি ‘আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না’। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে -- ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? ‘কালঃ সুপ্তে জাগতি কালো হি দুরতিক্রমঃ’ (সকলে নিদ্রিত হয়ে থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন)। তিনি জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয়বাবা!

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মছয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিংশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এটি তলিয়ে বোঝ -- ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি? ‘সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্যবচনদ্বয়ম্। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।।’ (সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য -- পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।) সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে -- বিশেষ দারিদ্র আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে - এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। ‘খালি পেটে ধর্ম হয়না’ -- গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে -- কোন্ কাজ করে? -- তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী -- গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচড়ালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফলকথা -- If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain.^১ গরিবেরা এত গরিব, তারা স্কুল-পাঠশালা আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses*. The Hindu, the Mahomedanan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i.e., from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion, therefore, is not to blame, but men.^২

^১ পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবেন। অর্থাৎ গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শেখাতে হবে।

^২ আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে -- নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আনতে হবে -- গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি ১০।১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টিয় তার পর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! Fools and dotards and Selfishness personified^৯ -- তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.^{১০}

যেমন আমাদের দেশে social virtue-র (সমাজ-হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কত দিনে সিদ্ধকাম হবো জানি না, আমাদের মতো এরা hypocrite (কপটি) নয়, আর jealousy (ঈর্ষা) একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত) করব or die in the attempt (কিংবা ঐ চেষ্টিয় মরব)। ‘সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি’ -- (যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সং উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করাই ভাল)।

তোমরা হয়তো মনে করিতে পার, কি Utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা)। You little know what is in me (আমার ভিতর কি আছে, তোমরা মোটেই জানো না)। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমায় সহায়তা করে in my plan (আমার পরিকল্পনা সফল করতে) -- all right (খুব উত্তম); নইলে কিন্তু গুরুদেব will show me the way out (আমাকে পথ দেখাইবেন)। ইতি।

মাকে আমার কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ দিবে। তাঁর আশীর্বাদে আমার সর্বত্র মঙ্গল। এই পত্র বাহিরের লোকের নিকট পড়বার আবশ্যিক নাই। এটি সকলকে বলিও, সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিও -- সকলে jealousy ত্যাগ করে এককাটা হয়ে থাকতে পারবে কি না। যদি না পারে, যারা হিংসুটেপানা না করে থাকতে পারে না, তাদের ঘরে যাওয়াই ভাল, আর সকলের কল্যাণের জন্য। ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতিগত পাপ)!!! এ দেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমন্ডুক তো দুনিয়ায় নাই। কোন একটা নূতন জিনিস কোন দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? ‘আমাদের মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, ‘আর্যবংশ’!!! কোথায় বংশ তা জানি না ... এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ন (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মত ঘোরে, আর তারা ‘আর্যবংশ’!!!

কিমধিকমিতি --

বিবেকানন্দ

^৯ মূর্খ, ভীমরতিগ্রস্ত ও স্বার্থপরতার মূর্তি।

^{১০} আর আমার বাকি জীবন এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।